যায়যায়দিন

তারিখ 10 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৪০ ২

শিক্ষার্থীরা অন্ধকারে : বোর্ডে তদবিরে ব্যস্ত শিক্ষকরা

সুনীল দাস বাগেরহাট

নিম্নমানের লেখাপড়া ও পাবলিক পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের কারণে স্বীকৃতি বাতিলকৃত বাগেরহাটের ৯ স্কুল ও এক কলেজের দেড় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এসব স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও শিক্ষার উপযোগী কোনো পরিবেশ নেই। বর্তমানে ওই সব স্কুলে দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কি হবে এ চিন্তায় রয়েছেন সংশ্লিষ্ট সবাই। বিশেষ করে ওইসব স্কুল থেকে রেজিস্ট্রেশন করা নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারবে কি না তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। স্কুল-কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি কোনো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জানানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক-অধ্যক্ষসহ শিক্ষকরা স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি ফয়সালার জন্য গোপনে যশোর বোর্ডের কর্মকর্তাদের কাছে জোর তদবির ও যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বীকৃতি বাতিলকৃত কয়েকটি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পার্শ্ববর্তী স্কুল ও কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে ওইসব স্কুল-কলেজের এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকরা পড়েছেন বেকায়দায়। এছাড়া এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও তাদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ বন্ধ হয়ে যায় কি না সে আতঙ্কে রয়েছেন। ফলে সার্বিকভাবে স্বীকৃতি বাতিল হওয়া স্কুল-কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে। তবে ইতিমধ্যেই ২০০৮ সালের এসএসসিতে মোটামুটি ভালো ফলাফল করায় কয়েকটি স্কুল বোর্ডের কাছে তাদের স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছেন।

সরেজমিনে স্বীকৃত বাতিলকৃত কুচয়ার বি সি ভাবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, সেখানে স্কুলের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। স্কুলে শিক্ষার কোনো পরিবেশ নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লাসরুমও নেই। ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টির জন্য রয়েছে মাত্র ৩টি টিনশেডের ক্লাসরুম। শিক্ষকরা স্কুলের স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি জানলেও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা তা জানেন না। স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র রাজিব হোসেন, ছাত্রী বায়াতুন্নেছা ও দশম শ্রেণীর ছাত্রী শিল্পী, নাদিরা আক্তার ও টুম্পা পাইক জানায় তারা বিষয়টি জানে না। তাদের কোনো কিছুই বলা হয়নি। তবে তারা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছে। রেজিস্ট্রেশন করেও আগামী এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারবে কি না তা নিয়ে তারা চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছে। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভূপতি রঞ্জন রায় প্রশিক্ষণে রয়েছেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক আনিসুজ্জামান জানান, তাদের স্কুলে ২৫৮ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নবম ও দশম শ্রেণীতে ৬৮ জন আছে। ২০০৮ সালের পরীক্ষায় স্কুল থেকে ১৪ জন পরীক্ষা দিয়ে ১০ জন পাস করায় তারা বোর্ডের কাছে স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য দরখাস্ত করেছেন। স্কুলের নবম-দশম পর্যায়ের ৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পারভীন, সুপ্রিয়া ও মোকলেছুর রহমানের এখনো এমপিওভুক্ত হননি। তাই তারাও রয়েছেন উৎকণ্ঠায়। ফকিরহাট উপজেলার জাড়িয়া-ভট্টখামার

ফলো আপ

যশোর বোর্ডের ৩২ স্কুল কলেজের স্বীকৃতি বাতিল

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ১২ জন এবং দশম শ্রেণীতে ১০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এ স্কুলের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১০ আগস্ট থেকে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তাপস দাস জানান, এ স্কুলের শিক্ষকরা এখনো এমপিওভুক্ত হননি। শিক্ষকরা নিজেরাই ধারদেনা করে চলছেন। গত ২ বছরে এ স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে একজনও পাস করেনি। স্কুলের অবকাঠামোগত কোনো সুবিধা নেই। নেই কোনো পরিবেশ। ভাঙাচোরা একটি টিনশেড বিল্ডিংয়ের ৪টি কক্ষে চলে ৫টি শ্রেণীর ক্লাস ও অফিসের কাজকর্ম। তারা বোর্ডে কোনো যোগাযোগ করেননি। বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানার পর তারা শিক্ষার্থীদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান।

এদিকে বাগেরহাট সদর উপজেলার কোমরপুর বালিকা বিদ্যালয়, রামপালের বেতকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোরেলগঞ্জের বহরবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মংলা উপজেলার বুড়বুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শরণখোলা উপজেলার ডিএনে একতা বালিকা বিদ্যালয়, রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও খোন্তাকাটা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বাগেরহাট সদরের বাসাবাটি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত খানজাহান আলী মহিলা কলেজেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

এসব স্কুল-কলেজে শিক্ষার উপযোগী কোনো পরিবেশ নেই। নেই প্রয়োজনীয় ক্লাসরুমও। অধিকাংশ শিক্ষক বেতন-ভাতা পান না। যার কারণে শিক্ষকরা সময়মতো আসেন না এবং নিয়মিত ক্লাস করেন না। ফলে শিক্ষার নিম্নমান ও বাজে ফলাফলের জন্য তাদের মাথা ব্যথা নেই। সব শিক্ষকদের একই কথা বেতন-ভাতা ছাড়া কতোদিন এভাবে শ্রম-মেধা ব্যয় করা যায়। এসব স্কুল ও কলেজের দেড় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। এরমধ্যে শরণখোলার ডিএনে একতা স্কুলের নবম শ্রেণীর ১৪ ও দশম শ্রেণীর ৯ জন শিক্ষার্থীকে পার্শ্ববর্তী তোজাম্বর আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং বাগেরহাট খানজাহান আলী মহিলা কলেজের ২৫ জন শিক্ষার্থীকে পিসি কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া শরণখোলার রাজাপুর ও খোন্তাকাটা স্কুল, ফকিরহাটের জাড়িয়া ভট্টখামার স্কুল, রামপালের বেতকাটা স্কুল, মংলার বুড়বুড়িয়া স্কুল, সদরের কোমরপুর বালিকা বিদ্যালয়, মোরেলগঞ্জের বহরবুনিয়া স্কুলের শিক্ষকরা বিষয়টি গোপন রেখে বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচ্ছেন। এ সব স্কুলে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শরণখোলার খোন্তাকাটা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আজাহার জানান, ২০০৭-এ ২১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে মাত্র ১ জন পাস করে। ২০০৮ সালে ২৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৮ জন পাস করেছে। নবম-দশম পর্যায়ের ৪ জন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হননি। তারা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। উল্লেখ্য, নিম্নমানের লেখাপড়া ও পাবলিক পরীক্ষায় বাজে ফলাফলের কারণে বাগেরহাটের ৯ স্কুল ও ১ কলেজসহ যশোর বোর্ডের ৩২টি স্কুল ও কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে।